ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 150 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩০৬ ● কলকাতা ● ২৮ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১৫ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 113

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এইজন্য ঐ আদিবাসী লোকেরা পৃথ্বীতত্ত্বের সাহায্য নেয়। আমাদের শরীর পঞ্চতত্ত্বের সহযোগে তৈরী হয়েছে- পৃথিবী, আকাশ, জল, অগ্নি, বায়ু। এতে (শরীরে) পৃথ্বীতত্ত্বের জন্য আমাদের পবিত্রতা মেলে। পৃথ্বীতত্ত্ব আমাদের শরীর ও চিত্তকে শুদ্ধ করে এবং আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্থিরতা প্রদান করে।"

"সেইজন্য প্রথমে পৃথ্বীতত্ত্বকে এক মহান শক্তি মানতে হবে আর নিজের সম্পূর্ণ সমর্পণ ঐ পৃথ্বীতত্ত্বের উপর করে ঐ পৃথ্বীতত্ত্বের সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করতে হবে। আর এই একাত্মতা স্থাপন করার জন্য প্রার্থনার থেকে ভাল কোন রাস্তা নেই।

**ক্রমশঃ**

# বিহারে মুসলিম বহুল সীমাঞ্চলে সাফ আরজেডি-কংগ্রেস

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

আরারিয়া, কাটিহার, কিষানগঞ্জ, পুর্ণিয়া। বাংলা লাগোয়া বিহারের এই চার জেলা একসঙ্গে সীমাঞ্চল নামে পরিচিত। বিহারের সংখ্যালঘুদের একটা বড় অংশ এই এলাকার বাসিন্দা। সীমাঞ্চলে মোট ২৪ আসন। অধিকাংশ আসনেই মুসলিম ভোট বড় ফ্যাক্টর। বিহারে মহাজোটের বড় ভরসার জায়গা ছিল এই সীমাঞ্চল এলাকা।

তবে শুধু সংখ্যালঘু ভোট কাটাকাটিকেই এই ফলাফলের কারণ হিসাবে দেখা যায় না। এক্ষেত্রে একটা বড় ফ্যাক্টর মুসলিম ভোটও। তিন তালাক প্রথা বাতিলের পরই মুসলিম মহিলাদের একাংশের ভোট বিজেপির দিকে যায়। এবার নীতীশ কুমার মহিলাদের জন্য ১০ হাজার টাকা করে ঘোষণা করার পর সেই মুসলিম

এরপর 3 পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

# সিপিএমের কৃষক সভার সৌজন্যে কেরলে মৃত সুন্দরবনের পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ ফিরলো গ্রামের বাড়িতে

**নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী**

আবারও ভীনরাজ্যে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় দেহ ফিরিয়ে নিয়ে আসা নিয়ে ব্যাপক চাপান উতোর তৈরী হলো এরাজ্যে। আর এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। তবে, অবশেষে সিপিএম এর কৃষক সভার সৌজন্যে সুন্দরবনের ওই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ কেরলের কোজিকোডে থেকে বিমানে করে ফিরলো রাজ্যে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম-পঞ্চায়েতের পাণিখালি এলাকার বাসিন্দা আবুবাক্কার লস্কর(৪০)। পেশায় একজন পরিযায়ী শ্রমিক।পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী আবু বাক্কার প্রতিনিয়ত ভীন রাজ্যে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। পাশাপাশি সেই সমস্ত উপার্জের টাকা কিছুটা সংরক্ষিত করে একটি পাকা ঘর নির্মাণ করেছিলেন মাথা গোঁজার ঠাই হিসাবে। ইদানিং সেই ঘরের ছাদ ফেলার জন্য গত অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে কেরলের কোজিকোডে কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে গাছ কাটার কাজ করছিলেন। গত ৭ নভেম্বর গাছ কাটার কাজ করার সময় আচমকা গাছ থেকে পড়ে যায় নীচে। ফলে, মাথায় ও কোমরে মারাত্মক ভাবে আঘাত গ্রস্ত হয় সে । তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ওই পরিযায়ী শ্রমিক কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কোজিকোডে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন ১১ নভেম্বর মৃত্যু হয় এই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক আবু বাক্কার লস্করের। এরপর দেহ নিয়ে চলে একপ্রস্থ টানাপোড়েন। তখন, ঐ দরিদ্র পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত দেহ কি ভাবে গ্রামে ফিরবে সেই চিন্তায় ঘুব উবে যায় দরিদ্র পরিবারটির। আর এমন মর্মান্তিক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাসন্তীর ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের সিপিএম এর প্রাক্তন প্রধান ইয়ুদ আলি সেখ সঙ্গে সঙ্গে সরকারি ভাবে দেহ টি ফিরিয়ে আনতে বিডিও সহ অন্যান্য প্রশাসনিক স্তরের কর্ম কর্তাদের নজরে আনেন। তবে তাতে কোন সুরাহা না মেলায় ইয়ুদ আলি বাবু তাঁর দলের কমরেড দের বিষয় টি জানানোর পরে রাজ্য ক্ষেতমজুর সংগঠনের সভাপতি তুষার ঘোষের নজরে আসা মাত্রই তিনি যোগাযোগ করেন তাঁর দলের সর্বভারতীয় কৃষক সভার সম্পাদক বিজু কৃষ্ণণ এঁর সাথে। বুধবার তাঁরই উদ্যোগে বিমানে করে মৃত ঐ পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ আসে কলকাতায়। সেখান থেকে সড়ক পথে এম্বুল্যান্স করে মৃতদেহ পৌঁছায় বাসন্তীর পানিখালী গ্রামে। শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে লস্কর পরিবারের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়।

আর এবিষয়ে বাসন্তীর সিপিএম এর কমরেডরা জানিয়েছেন, 'গ্রামের এক দরিদ্র পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল কেরলে। মৃতদেহ নিয়ে আসার জন্য সমস্যা তৈরী হয়েছিল। সমাধানের জন্য রাজ্য এবং বাসন্তী ব্লক প্রশাসন কে জানানো হয়। পরে সেবিষয়ে প্রশাসনের উদ্যোগ গ্রহনে অনিহা দেখে শেষ পর্যায় দলীয় কর্মকর্তাদের মারফত দেহ বাসন্তীতে নিয়ে আসা হয়েছে। পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারের হাতে আমাদের দলের তরফে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঐ অসহায় পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে আমাদের জেলা সিটু নেতৃত্ব। ' অন্যদিকে, পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীর মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়েছে লস্কর পরিবার। সরকারী ভাবে সাহায্যের আশায় চাতকের মতো তাকিয়ে রয়েছেন আবু বাক্কার লস্করের মা,স্ত্রী ও দুই সন্তান !

# জমি বিবাদের জেরে সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ, মাথা ফাটল কান্দি থানার আইসি'র

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

**কান্দি:** মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির গোকর্ণে জমি বিবাদ মেটাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। মাথা ফাটল কান্দি থানার আইসি'র। জানা গিয়েছে, গোকর্ণ মাঝারধার পাড়া এলাকায় জমি বিবাদকে ঘিরে শুক্রবার সকালে গণ্ডগোল বাঁধে দু'পক্ষের। কোর্টের নির্দেশে ধানের জমি নিতে যায় একপক্ষ। অপর পক্ষ বাঁধা দিলে দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাঁধে।স্থানীয়রা পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে দেখে থানাকে খবর দেয় । আহত আই সি -কে তড়িঘড়ি গোকর্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । চিকিৎসকেরা আইসি মৃনাল সিনহাকে তার শারীরিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন । ঘটনার পর এলাকায় প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়েছে । অশান্তি এড়াতে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কান্দি থানার পুলিশ। বিবাদ চলাকালীন আক্রান্ত হন আইসি মৃণাল সিনহা। তাঁকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনায় বেশ কয়েকটি বাইক ভাঙচুর করা হয়।

দুপক্ষের ৯ জনকে পুলিশ আটক করেছে। উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।জমি সংক্রান্ত বিবাদ থামাতে গিয়ে সংঘর্ষের মাঝে পড়ে গেলে আক্রান্ত হন কান্দি থানার আইসি মৃনাল সিনহা । জমি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিবাদ অবশেষে রূপ নিল চরম অশান্তিতে । মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহা । তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে । কান্দি থানার গোকর্ণ মাজার ধার এলাকায় একটি বিতর্কিত জমির দখল নিয়ে আদালতের নির্দেশের পর দুই পক্ষের উত্তেজনা হঠাৎই তুঙ্গে ওঠে ।

(১ম পাতার পর)

# বিহারে মুসলিম বহুল সীমাঞ্চলে সাফ আরজেডি-কংগ্রেস

মহিলাদের একটা বড় অংশের ভোট পেয়ে গিয়েছে জেডিইউ-বিজেপি। যার ফলে মহাজোটের কোনও সমীকরণই কাজ করেনি। কিন্তু ভোটের ফল দেখা গেল সীমাঞ্চল থেকে ধুয়েমুছে সাফ মহাজোট। পদ্ম ফুটেছে। নীতীশের তিরও কাজ করেছে। উড়েছে ওয়েইসির ঘুড়িও। কিন্তু আরজেডি-কংগ্রেসের হাতে হ্যারিকেন।

২০২০ সালে এই এলাকায় বড় শক্তি হিসাবে উঠে আসে AIMIM। পাঁচটি আসনে জেতে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল। একাধিক আসনে দ্বিতীয় হয় তারা। মহাজোট এবং মিমের ভোট কাটাকাটিতে বিজেপি ৮ এবং জেডিইউ ৪ আসনে জিতে যায়। মহাজোটের তরফে কংগ্রেস পাঁচটি, বামেরা এবং আরজেডি একটি করে আসন জেতে। এবার এই ফলাফল বদলে যাবে বলে আশায় বুক বাঁধছিল বিরোধী শিবির। বিশেষ করে SIR-এর পর কংগ্রেস যেভাবে ভোটচুরি ইস্যুতে আসরে নেমেছিল, তাতে মুসলিম সমাজ তাদের সমর্থন করবে বলেই আশা করছিলেন হাত শিবিরের ভোট ম্যানেজাররা। কিন্তু এই প্রতিবেদন লেখা হওয়া পর্যন্ত সীমাঞ্চলের ২৪ আসনের মধ্যে মহাজোট শিবিরের প্রাপ্তি স্রেফ ১। টিমটিম করে কিষানগঞ্জ কেন্দ্রটিতে এগিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী। পাঁচ আসনে এগিয়ে ওয়েইসির দল মিম। বাকি সব আসনে জয়ী এনডিএ। নীতীশ কুমার অধিকাংশ আসনে এগিয়ে। বিজেপিও একাধিক আসনে এগিয়ে।

সোজা পাটিগণিত বলে, এই ফলাফলের কারণ SIR-এর পরে মুসলিম ভোট যেভাবে একত্রিত হওয়ার কথা ছিল, সেটা হয়নি। বরং তাছাড়া SIR-এ এই এলাকার সবচেয়ে বেশি ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। ফলে মহাজোটের ভোট এমনিতেও কমেছে। তাছাড়া সীমাঞ্চলের সংখ্যালঘুরা এনডিএর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভরসাই করতে পারেননি মহাজোটকে। তাঁরা ভরসা করছেন ওয়েইসিকে। অন্তত পাঁচ আসনে মিম এগিয়ে। একাধিক আসনে দ্বিতীয়। এবং একাধিক আসনে হারজিতের ফারাক গড়ে দিতে পারেন। ফলে ওয়েইসি যে বিরাট ইমপ্যাক্ট ফেলেছেন সেটা চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়।

আসলে নিষাদ ও মাল্লা ভোটের আশায় ভিআইপি নেতা মুকেশ সাহানিকে উপমুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করে মহাজোট। যা ব্যাকফায়ার করেছে। দুই শতাংশ ভোটের লোভে মাল্লা নেতাকে উপমুখ্যমন্ত্রী মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষোভ। ১৯ শতাংশ মুসলিম ভোট, অথচ মহাজোট কেন মুসলিম কাউকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করল না, এই নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয় সংখ্যালঘু মনে। যা নিয়ে প্রচার শুরু করেন ওয়েইসিও। প্রশ্ন তোলেন, ১৩ শতাংশ যাদবদের প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী, ২ শতাংশ মাল্লাদের প্রতিনিধি উপমুখ্যমন্ত্রীর পদপ্রার্থী, আর ১৯ শতাংশ মুসলিম শুধু ভোটব্যাঙ্ক হয়ে থাকবে? এই প্রচারের ফায়দা তিনি পেয়েছেন। আর পেয়েছে এনডিএও। ভোট কাটাকাটির ফায়দা পেল বিজেপি-জেডিইউ। গোটা সীমাঞ্চলে কার্যত ধুয়েমুছে সাফ মহাজোট। অথচ, এই এলাকাতেই সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়ার কথা তাঁদের।

# বিহার ভোটে ভরাডুবি উপ মুখ্যমন্ত্রীর মুখ 'মাল্লার ছেলে'রও!

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

নিজেকে সগর্বে 'মাল্লার ছেলে' হিসাবে পরিচয় দিতে ভালবাসেন। যে মুকেশ বিরোধী মহাগঠবন্ধন জোটের উপ মুখ্যমন্ত্রী মুখও। গোটা উত্তর বিহারেরই জেলেদের উপরেই রয়েছে মুকেশ সাহানির প্রভাব। যার উপরে বড় ভরসা করেছিলেন রাহুল-তেজস্বী, সেই সাহানিরও ভরাডুবি হল ২০২৫ এর বিহার বিধানসভা নির্বাচনে।২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিহারের জনজাতির মুখ হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিই বেছে নিয়েছিলেন মুকেশ সাহানিকে। কিন্তু, নির্বাচন পরবর্তীকালে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার অভিযোগ তুলে বিজেপি ছাড়েন সাহানি। ক্রমে গড়ে তোলেন নিজের দল। গোটা উত্তর বিহারেরই জেলেদের উপরেই রয়েছে মুকেশ সাহানির প্রভাব। তাই সাহানিকে পাশে নিয়ে জেলেদের সঙ্গে জলে নেমে ভোটের আগে বিরোধী শিবিরের নৈকট্যের বার্তাও দিতে চেয়েছিলেন রাহুল। বিরোধী 'মহাগঠবন্ধন জোটে' মহা দরকষাকষি করে ১২ আসন ছিনিয়ে নিয়েছিলেন মুকেশ। যে আরজেডির বিরোধিতা করে একসময়

এরপর ৪ পাতায়

# ফলতায় পবিত্র শিশু সপ্তাহের সূচনায় 'মুক্তকণ্ঠ'

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা থানার অন্তর্গত হরিণডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আজ মনোরম পরিবেশে পবিত্র শিশু সপ্তাহ উদযাপনের সূচনা হলো । স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'মুক্তকণ্ঠ'-র ব্যবস্থাপনায় ফলতা ও ডায়মণ্ড হারবারের বিভিন্ন স্থানে সপ্তাহব্যাপী আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি নানা ধরনের অনুষ্ঠান হবে। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বেলুড় মঠের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রধান শিক্ষক তারকনাথ

হালদার। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে এদিন সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় মঠের প্রকাশিত 'ইতিবাচক অভিভাবকত্ব' (Positive Parenting) নামিত পুস্তক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ইতিবাচক অভিভাবকত্ব বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিশুর বিকাশে অভিভাবকদের ভূমিকা এবং শিশুর অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে যুক্ত সমাজকর্মী ও আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ধ্রুব চাঁদ হালদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। শিশু দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন শিক্ষক বুদ্ধদেব দাস । এদিন দেড় শতাধিক শিশু ও প্রায় ষাট জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নন্দিনী নিয়োগী।

# সম্পাদকীয়

## বিহারে এবার হিন্দু ভোটেরও তীব্র মেরুকরণ ঘটেছে

বিহার নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটের পরই একটা সম্ভাবনার কথা ঘোরা ফেরা করছিল। তা হল, রেকর্ড ভোটদান ও মহিলাদের বিপুলভাবে অংশগ্রহণ। দ্বিতীয় দফার ভোটের পর সেই সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়ে যায়। দেখা যায়, স্বাধীনতার পর বিহারে সবচেয়ে বেশি হারে ভোটদান হয়েছেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় হল, বিহারে মহিলাদের ভোটদানের হার এক লাফে ১২ শতাংশ বেড়ে গেছে।তবে বিজেপি নেতাদের মতে, শুধু মহিলা ভোট নয়, বিহারে এবার হিন্দু ভোটেরও তীব্র মেরুকরণ ঘটেছে। তার ফলে লালু প্রসাদের যাদব ভোট ব্যাঙ্কে ধস নামিয়ে বিজেপি প্রচুর যাদব ভোটও পেয়েছে। সেই সঙ্গে তফসিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং অতি পিছড়ারাও এনডিএ-কে ভোট দিয়েছে। সেই সব সমষ্টিগত কারণেই বিহারে স্যুইপ করল এনডিএ ।এমনিতেই বিহারে গত কয়েকটি ভোটে দেখা গিয়েছে, মহিলাদের ভোটদানের হার পুরুষদের তুলনায় বেশি। এবার দেখা গেল, পুরুষদের তুলনায় ৯ শতাংশ বেশি ভোট দিয়েছেন ভোটাররা। বিহার ভোটের ফলাফল তখনই দেওয়ালে লেখা হয়ে গেছিল, বাজিমাৎ করে দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা রোজগার যোজনা। ভোটের আগে রাজ্যের ১ কোটি ২১ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১০ হাজার টাকার অনুদান। মহিলাদের ক্ষমতায়ণের জন্য এভাবে সরাসরি নগদ দেওয়ার প্রকল্পের প্রথমে শুরু করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই । একুশের ভোটের ইস্তেহারে লক্ষীর ভাণ্ডার যোজনার ঘোষণা করেছিলেন। তার পর ভোটে জিতে চার মাসের মধ্যেই লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্প শুরু করে দেন। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে সেই খাতে ভাতা বাড়িয়ে দ্বিগুণও করে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং সেই এক প্রকল্পের সুবাদে গোটা বাংলায় মহিলাদের মধ্যে শুধু ২ কোটির বেশি উপভোক্তা শ্রেণি তৈরি করেননি তিনি, জনভিত্তিও মজবুত করে ফেলেন।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, এভাবে সরাসরি টাকা দেওয়ার প্রকল্পকে এক সময়ে রেবড়ি বলে খোঁচা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অথচ ঘটনা হল, ঠ্যালায় পড়ে একের পর এক রাজ্যে বিজেপিকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ অনুসরণ করতে হয়। তা সে ওড়িশা হোক বা মহারাষ্ট্রে। আর এবার বিহার ভোটের ঠিক মুখে প্রথম দফায় রাজ্যের ৭০ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে পাঠানোর শুভ উদ্বোধন করেন সেই নরেন্দ্র মোদীই।

বিহারে এনডিএ-র কাছে ছিল ৪৩ শতাংশ ভোট। এখনও পর্যন্ত যা ইঙ্গিত তাতে বিহারে এনডিএ-র ভোট শতাংশ প্রায় ৫০ ছুঁতে চলেছে। অর্থাৎ ৫ শতাংশের বেশি স্যুইং দেখা যাচ্ছে এনডিএ-র অনুকূলে। তামাম রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, নীতীশের ঘোষণা করা ওই একটা প্রকল্পই গেম চেঞ্জার হয়ে উঠেছে। বিহারে মহিলাদের মধ্যে নীতীশ কুমারের গ্রহণযোগ্যতা অনেক আগে থেকেই ছিল। ২০০৫ সালে নীতীশ কুমার যখন প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হন, তখনই স্কুল পড়ুয়া মহিলাদের সাইকেল দিয়েছিলেন। এখন তাঁরা অনেকেই গৃহবধূ। এই ভোটের আগে তাঁরা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে পেয়েছেন। তা ছাড়া বিহারে মদ নিষিদ্ধ করে দেওয়া, পুলিশের চাকরিতে মহিলাদের বাধ্যতামূলক সংরক্ষণ, পঞ্চায়েতে ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ সবই মহিলা জনভিত্তিকে ধারাবাহিক ভাবে মজবুত করেছে।

# বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষষ্ঠ পর্ব)

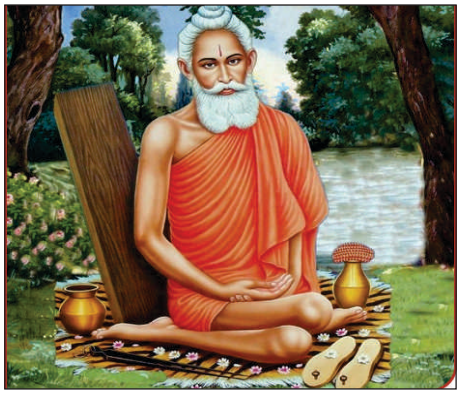

তোমাকে রক্ষা করিব।জয় বাবা লোকনাথ এই মন্ত্র জীবনের পথকে আরও সুদৃঢ় করে জীবনকে এক উন্নত ও আলোর পথের ঠিকানা দেয় । প্রতিটি কাজ করার আগে বাবা লোকনাথের নাম স্মরণ করলে সেই কাজ ভাল হয়ে থাকে । বারদীর ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ একই অঙ্গে অনোন্য রূপ তিনি স্বয়ং ভগাবান মহেশ্বরের অবতার । যাঁকে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

# বিহার ভোটে ভরাডুবি উপ মুখ্যমন্ত্রীর মুখ 'মাল্লার ছেলে'রও!

মোদির হাত ধরে যাঁর রাজনীতিতে পা রাখা, সেই রাজনীতির স্বার্থেই তিনি হাত মিলিয়েছিলেন আরজেডির সঙ্গে। শুধু তাই নয়, রাজনীতির কারবারিরা মনে করছিলেন, তেজস্বীর 'তেজ'কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাহুলের অন্যতম 'হাতিয়ারই' নাকি ছিলেন এই মুকেশ।

২০২০ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে অবশ্য ৪টি আসনে জয় পেয়েছিলেন একদা বলিউড সেট ডিজাইনার মুকেশ সাহানির দল। কিন্তু, এবারের ১২টা আসনের ১২টাতেই হারছে তারা। মুকেশি নিজে এবার ভোটে না দাঁড়ালেও দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর ভাই গৌরা বৌরাম। তবে জিতছেন না তিনিও।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা। দুই দফায় মোট ২৪৩টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। ভোটে জয়ের ম্যাজিক ফিগার ১২২। দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত হিসেবে এনডিএ শিবির এগিয়ে রয়েছে ২০৮টি আসনে। তাদের এগিয়ে থাকা আসন সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য দিকে বিরোধীদের 'মহাগঠবন্ধন'-এর এগিয়ে থাকা আসন কমে হয়েছে ২৮।

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

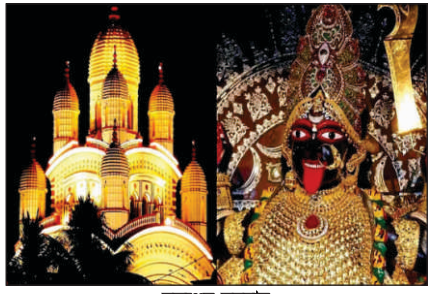

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

... এরপরে (আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীর) পাল যুগের আর একটা মূর্তির কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর্তিতে দেবীর ছন্দোময় দেহরেখা, নমনীয় সাবলীল স্নিগ্ধ ও সুডৌল গড়ন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# গঙ্গাসাগর স্নানেই জীবনের মোক্ষ লাভ

ঈশানী মল্লিক :

(অষ্টম পর্ব)

ভারতীয় সংস্কৃতি হলেও পরে এই আনন্দ উৎসব দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে।

এককথায় বলা যায়, মকর সংক্রান্তি উৎসব ও গঙ্গাসাগর মেলা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার এক অপরিহার্য অংশ যা সবাইকে ভেদাভেদ ভুলে একত্রিত করে।

স্নানের পরেই কপিল মুনি আশ্রমে পূজা:

কপিলমুনি মন্দিরে গঙ্গা দেবী, কপিলমুনি ও সাগর রাজার ভাস্কর্য বিরাজমান।

গঙ্গাসাগর তীর্থক্ষেত্রের প্রধান কেন্দ্র হল কপিল মুনির মন্দির। স্নানের আচার-অনুষ্ঠান শেষ করার পর, পুণ্যার্থীরা কপিল মুনির পূজা করেন এবং কেউ কেউ গঙ্গা স্নানের দিনে যজ্ঞ ও হোমও করেন। এমনকি কিছু ভক্ত গঙ্গা স্নানের দিনগুলিতে কঠোর উপবাস পালন করেন। সন্ধ্যায় সাগরপাড়ে পণ্ডিতদের মন্ত্রপাঠের সহিত পুণ্যার্থীদের দ্বারা দেশী ঘি দিয়ে একটি প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয় ও গঙ্গাসাগরসংগমে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। গঙ্গা স্নানের এই শুভ দিনে, ভক্তরা দেবী গঙ্গার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং জ্ঞাতসারে বা অজান্তে তাদের অপকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

গঙ্গাসাগর মেলা কখন এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়:

প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গা সাগর মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৬ সালে, এই মেলাটি ১০ জানুয়ারী ২০২৬ থেকে ১৭ জানুয়ারী ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। তীর্থযাত্রীরা সকালে গঙ্গার পবিত্র জলে ডুব দিয়ে ভগবান সূর্যের পূজা করেন। এই কার্নিভালটি সাগর দ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়, যা বঙ্গোপসাগরের শীর্ষে গঙ্গা ব-দ্বীপের প্রান্তে অবস্থিত। যেখানে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী, সাধু এবং যোগী মা গঙ্গা এবং বঙ্গোপসাগরের পবিত্র সঙ্গমস্থলে সমবেত হন। বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত এই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা গঙ্গাসাগর মেলা বা গঙ্গা সাগর যাত্রা বা গঙ্গা স্নান নামে পরিচিত।

মেলা অনুষ্ঠিত করায় সরকারের বিশেষ উদ্যোগ:

২০২৬ সালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই উন্নত সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করেছে যেমন ডিজিটাল বুকিং কাউন্টার, নিরাপত্তার জন্য ড্রোন নজরদারি, পরিবেশ-বান্ধব স্যানিটেশন ইউনিট, মেডিকেল ক্যাম্প এবং ক্রমবর্ধমান দর্শনার্থীদের সমাগম নিয়ন্ত্রণে আরও ফেরি পরিষেবা। ২০২৫ সালে, ৫০ লক্ষেরও বেশি ভক্ত মেলায় এসেছিলেন; ২০২৬ সালে, সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

মেলা উপলক্ষে নির্মিত অস্থায়ী জেটি ও তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশেষ কিছু সুবিধা:

সাগরদ্বীপে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাঁধা হল মুড়ি গঙ্গা নদী। তীর্থযাত্রীদের যাত্রাপথে এই নদী অতিক্রম করতে হয়। তবে নদীর স্বল্প নাব্যতার কারণে জোয়ার ব্যতীত নদী অতিক্রম সম্ভব নয়। প্রতিবছর নদীপথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ফেরী পরিচালনার জন্য নদীর তলদেশ থেকে পলিমাটি খনন (ড্রেজিং) করা হয়।

মেলা ও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কাকদ্বীপ ও সাগরদ্বীপের কচুবেরিয়ার মধ্যে ফেরী

ক্রমশঃ

## আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

## রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সপ্না মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসী | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |


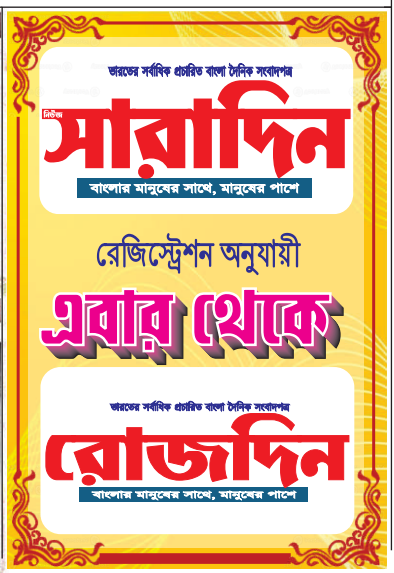


পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

# শিশু দিবসে চাচা নেহেরু

ঝুমা সরকার

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু সার্বিক অর্থেই এক অনন্য মানব ছিলেন, যাঁর জীবনী শক্তি চোখে পড়ার মতো। দিনের মধ্যে ১৬ থেকে ১৭ ঘন্টা তিনি নাগারে কাজ করতেন। অত্যন্ত ছোট বিষয়ও কখনও তাঁর চোখ এড়িয়ে যেত না। যে কোনো কাজ বা কোন জিনিস অগোছালো থাকলে বা সঠিকভাবে না-হলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করতেন। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, আদর্শবাদী, পন্ডিত, কূটনীতিবিদ ও লেখক জওহরলাল নেহেরু ১৯৮৯ সালের এলাহাবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মতিলাল নেহেরু এলাহাবাদের একজন প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর রত্নগর্ভা মা স্বরূপ রানী ও তাঁর দুই বোন বিজলক্ষী ও কৃষ্ণা। ছোটবেলা থেকেই পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা। ইংরেজি শিক্ষার সাথে সাথে হিন্দি ও সংস্কৃততেও সমান ভাবে তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় ভারতের সবথেকে আধুনিক স্কুলে পড়াশোনা করেন তিনি। তারপর মাত্র ১৫ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের হ্যারোতে পাঠানো হয় উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য। সেখানে পরিবেশ বিজ্ঞানের ওপরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনটি কলেজে লেখাপড়া করেন। শুধু তাই নয়, কেমব্রিজে আইন নিয়ে পড়া শুরু করেন। ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করার সময়তেই নেহেরু ভারতীয় ছাত্র সংসদের রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯১৬ সালে ভারতে ফিরে এসে সেই বছরই ৮ই ফেব্রুয়ারি কমলা কাউলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বয়স ২৭ বছর ও স্ত্রীর বয়স ১৬। পরের বছরই কমলা কাউলের গর্ভে তাঁদের একমাত্র কন্যা ইন্দিরার জন্ম হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় একজন আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার সাথে সাথে জওহরলাল নেহেরু ভারতীয় রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েন। বাবার হাত ধরেই কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগ দেন। তবে মহাত্মা গান্ধী ভারতে আসার আগে নেহেরুর রাজনীতিতে তেমন কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না বলে জানা যায়। গান্ধীজীর দর্শন ও নেতৃত্ব তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবেই নেহেরু পরিবার তাঁদের ভোগ বিলাসের জীবন ত্যাগ করেন। নেহেরু খাদির তৈরি কাপড় তখন থেকে পড়া শুরু করেন। শুধু তাই নয় , ভগবত গীতা পাঠ এবং যোগ ব্যায়ামও তাঁর প্রাত্যহিক কর্মের মধ্যে নিবদ্ধ হয়।

১৯৪৭ সালে ১৫ ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন জওহরলাল নেহেরু।।

তাঁকে কেউ বলতেন পন্ডিতজি কেউ বলতেন নেহেরুজি আবার কেউ কেউ জওহর নামেই ডাকতেন। কিন্তু দেশ-বিদেশের সমস্ত বাচ্চারা তাঁকে চাচাজি নামেই চেনে। জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিনটি অর্থাৎ ১৪ ই নভেম্বর এই কারণেই "শিশু দিবস" হিসেবে পালন করা হয় সমগ্র ভারতবর্ষে। তিনি শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। শিশুদের কৌতুহলী হতে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করতেন। তাঁর মতে, "কৌতুহলই হলো শেখা ও উদ্ভাবনের মূল ভিত্তি। শিশুরাই আগামী দিনের সমাজ গড়ার কারিগর। দেশের প্রতি ভালোবাসার বীজ তাদের ভেতরে জাগিয়ে দিতে পারলেই একদিন এই শিশুরাই আগামী দিনে মহীরুহ হয়ে দেশের হাল ধরতে সহায়তা করবে।" প্রত্যেকটা শিশুর মুখেই তিনি দেখতেন আলো জ্বালবার এক দক্ষ কারিগরকে। শিশুর প্রতি গভীর স্নেহ, শিশুদের শিক্ষা ও কল্যাণের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সম্মান জানাতেই তাঁর জন্মদিন শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তিনি শিশুদের নিস্পাপতা এবং সম্ভাবনাকে লালন করতেন, শিক্ষা ও মূল্যবোধের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করতেন। তিনি উদ্ভাবনী এবং সহানুভূতিশীল যুবকদের নেতৃত্বে একটি স্বনির্ভর এবং প্রগতিশীল ভারত কল্পনা করেছিলেন।

শিশুদিবস শিশুদের সুরক্ষা শিক্ষা এবং সমতার অধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরে। শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে লড়াই ও শিশুদের সম্ভাবনা অর্জনের সুযোগ তৈরীর বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। এই দিনে নেহেরুর প্রগতিশীল আদর্শগুলি প্রতিফলিত হয়, যা প্রেম শ্রদ্ধা এবং সম্প্রীতি প্রচার করে।

এক নজরে শিশুদের কল্যাণের জন্য নেহেরুজীর অবদান:

১. অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সাইন্স ( AIIMS ) এবং জাতীয় শিশু তহবিলের মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা।

২. শিক্ষা ও পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা এবং মিড ডে মিল প্রকল্পকে সমর্থন করা।

৩. ১৯৫৫ সালে চিল্ড্রেন ফিল্ম সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করা। যা শিশুদের জন্য সিনেমা তৈরীর গুরুত্বকে তুলে ধরে।

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিকাশের নীতিমালার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তার উত্তরাধিকার বেঁচে আছে। শিশু দিবস একটি প্রগতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারতের জন্য তরুণ মনকে লালন করার প্রতি নেহেরুর প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

প্রতিবছর জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিনটিকে "শিশু দিবস" হিসাবে পালন করে স্মরণ করিয়ে দেয়, যে মূলত জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে যুব সমাজকে সুযোগ যত্ন এবং উৎসাহ প্রদানের ওপর। শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশে বিনিয়োগ আসলে একটি প্রগতিশীল এবং সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি।

শুধু শিশু নয়, তাঁর পছন্দের তালিকায় ছিল পশুপাখিও। জওহরলাল নেহেরুর সরকারি বাসভবনে একাধিক পোষ্য ছিল। সেই তালিকায় ছিল কুকুর, হরিণ, ময়ূর, টিয়া, কাঠবিড়ালির মতো বিভিন্ন প্রাণী। এছাড়াও তিনটে বাঘের বাচ্চাও ছিল। বড়ো হয়ে যাবার পর যাদেরকে চিড়িয়াখানায় দিয়ে দেওয়া হয়।

ব্যক্তি জীবনে তিনি অত্যন্ত রুচিবান পুরুষ ও যথার্থ অর্থে মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পরিধেয় কোটটি জহরকোট নামেই পরিচিত।

তাঁর পরনে থাকত সাদা আচকান ও চুড়িদার পাজামা। তিনি একটা সাদা গান্ধী টুপি পড়তেন যেটা তাঁর অসম্ভব প্রিয় ছিল। এই টুপি তাঁর কেশহীন মাথাকে ঢেকে রাখত। অনেক জায়গায় তাঁকে ফুল ও মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হতো। গলায় কিছু মালা পরলেও বাকি মালা তিনি হাতে নিতেন এর কারণ মালা খোলার সময় তাঁর টুপি যেন না পড়ে যায় যেটা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না।

একবার শ্রীনগরে পৌঁছানোর পর তিনি জানতে পারেন, তাঁর স্টেনোগ্রাফারের সুটকেস এসে পৌঁছায়নি। একটা সুতির শার্ট পড়ে ছিলেন স্টেনোগ্রাফার যা শ্রীনগরের ঠান্ডার জন্য যথেষ্ট ছিল না। বিষয়টা নজরে আসতেই নেহেরু নিজে তাঁর জন্য গরম জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

একবার শীতকালে ভারতে এসে ট্রেনে সফর করছিলেন ঘানার নেতা-কোয়ামে এনক্রুমাহ। হঠাৎই কোন পূর্ব কর্মসূচি ছাড়াই তাঁকে পৌঁছতে দিল্লি রেল স্টেশনে চলে আসেন নেহেরু। একটা ওভার সাইজ ওভারকোট পড়েছিলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ সেই কোটটা এন ক্রুমাকে দিয়ে বলেছিলেন " এটা আমার গায়ে বড়ো তবে আপনার গায়ে পুরোপুরি ফিট হবে আপনি পড়ে নিন"। ট্রেন চলতে শুরু করলে সেই কোটের পকেটে হাত ঢোকাতে গিয়ে অবাক হয়ে যান কোয়ামে এনক্রুমাহ। কোটের পকেটে তাঁর জন্য মাফলার ও একজোড়া দস্তানা রেখে দিয়েছিলেন নেহেরু। তবে তাঁর এই সৌজন্যবোধ শুধুমাত্র গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্যই ছিল না। ছোট বড়ো সকলের জন্যই তাঁর ভাবনা চিন্তা ছিল সমান মাপের।

একবার নেহেরুজি ভারতের কোন একটি জায়গায় মিটিংয়ে যোগদান করতে যাচ্ছিলেন সড়কপথে। সেই পথে লেভেল ক্রসিং ছিল, সেখানে ট্রেন স্টেশনে ঢুকবার নির্ধারিত সময় পূর্বে যেমন লেভেল ক্রসিং গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তেমনটাই করেছিল দায়িত্বে থাকা গেট ম্যান। প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি সেই জায়গাতে পৌঁছলে স্বভাবতই লেভেল ক্রসিং বন্ধ থাকায় মন্ত্রীর নিরাপত্তা কর্মী ও অফিসারেরা দৌড়ে গিয়ে গেটমেন্টকে আদেশ দেন গেটটি খুলে দিতে। কিন্তু সেই গেটম্যান বলেন, রেলের কর্তাদের ফোনে হুকুম না আসা পর্যন্ত তিনি গেটটি খুলে দিতে পারবেন না। " । খবর পৌঁছে যায় প্রধানমন্ত্রী কাছে। ট্রেন চলে যাওয়ার পর যথারীতি রেল কর্তৃপক্ষের ফোন এলে গেটম্যান গেট খুলে দেয়। প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি অন্যান্য গাড়ির মতন রেললাইন পার করে যায়। পরবর্তীকালে এই রেল কর্মীকে প্রধানমন্ত্রী তার কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়ার কারণে পুরস্কৃত করেছিলেন।

এমনই উদার, কর্তব্য নিষ্ঠ, মানবতাবাদী মানুষ জওহরলাল নেহেরু , আজও যাঁকে ঘিরে মানুষের মনে শ্রদ্ধা ভালবাসার এতটুকু খামতি হয়নি। এভাবেই প্রতিবছর শিশু দিবস পালিত হোক। যে উদযাপনে বেঁচে থাকবেন সকলের প্রিয় চাচা নেহেরু।

# সিনেমার খবর

## ‘কিং’ এ ভিলেন হয়ে ঝড় তুলবেন শাহরুখ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

চলতি বছর বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের জন্য বিশেষ। একদিকে যেমন বড় ছেলে আরিয়ানের সিনেমা মুক্তি পেয়েছে, অন্যদিকে তিনি এবার মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে চলেছেন। তারই ঝলক দেখা গেল রবিবার (২ নভেম্বর) মুক্তি পাওয়া ‘কিং’ ছবির টিজারে।

সিনেমাটির ঘোষণার পর থেকেই দর্শক-অনুরাগীদের মধ্যে কৌতূহল তুঙ্গে ছিল, ‘কিং’-এ শাহরুখকে কেমন চরিত্রে দেখা যাবে? ষাটে পা রাখা কিং খান সম্প্রতি নিজের জন্মদিনের ফ্যান মিট-এন্ড-গ্রিট ইভেন্টে ছবিটি নিয়ে কথা বলেন এবং চরিত্রটি নিয়ে হালকা ইঙ্গিত দেন।

শাহরুখ বলেন, ‘কিং-এর গল্পটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং। সিদ্ধার্থ, সুজয়রা খুব যত্ন নিয়ে চরিত্রটা সাজিয়েছেন। কিং আদতেই মন্দ লোক। একজন খুনি। অনেক মানুষ খুন করেছে। তাই কিং আদতেও কতটা ভিলেন, আশা করি সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ভীষণ ডার্ক ক্যারেক্টার। ধূসর চরিত্র আর কী! মারাত্মক নির্মম, খতরনাক একজন মানুষ কিং।’ শোনা যাচ্ছে, ছবিতে একই চরিত্রে ভিন্ন সময়কালের প্রেক্ষাপটে ধরা দেবেন শাহরুখ। যুবক বয়সে রাঘব জুয়েলের সঙ্গে সংঘাতে জড়াবেন শাহরুখ। অন্যদিকে, বৃদ্ধ বয়সে বাদশাকে দেখা যাবে অভিষেক বচ্চনের সম্মুখ সমরে। দুই ক্ষেত্রেই কিং খানের তুখোড় অ্যাকশন সিকোয়েন্স রয়েছে।

উল্লেখ্য, দর্শক-অনুরাগীদের কাছে শাহরুখ ‘রোম্যান্স কিং’ হিসেবে পরিচিত হলেও ক্যারিয়ারের শুরু থেকে বহুবার ‘ব্যাড বয়’ হিসেবে ধরা দিয়েছেন।

## আইনি জটিলতায় ইমরান হাশমি-ইয়ামি গৌতমের ‘হক’

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ইয়ামি গৌতম ও ইমরান হাশমি অভিনীত আসন্ন সিনেমা ‘হক’ মুক্তির আগেই আইনি জটিলতায় পড়েছে। শাহ বানো বেগমের উত্তরাধিকারীরা ইন্দোর হাইকোর্টে আবেদন করে ৭ নভেম্বর নির্ধারিত মুক্তি স্থগিতের অনুরোধ জানিয়েছেন।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শাহ বানোর পরিবারের আইনজীবী তৌসিফ ওয়ারসি আদালতে জমা দেওয়া আবেদনে দাবি করেছেন, সিনেমাটি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে এবং এখানে শরিয়াহ আইনকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়াও শাহ বানোর জীবন বা ঘটনাগুলো চলচ্চিত্রে তুলে ধরতে নির্মাতারা পরিবারের কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেননি। জানা গেছে, আদালত শিগগিরই এ বিষয়ে শুনানি নেবে।

আইনজীবী তৌসিফ ওয়ারসি আরও বলেন, এই সিনেমা দুই ঘণ্টারও বেশি দীর্ঘ এবং শাহ বানোর জীবনের কোন দিকগুলো কীভাবে দেখানো হয়েছে, তা আমরা জানি না। তাই মুক্তির আগে চলচ্চিত্রের মূল কাহিনি ও বিষয়বস্তু আমাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

‘হক’-এর ট্রেলার প্রকাশের পর দর্শকরা প্রশংসা করলেও, মুক্তির আগেই সিনেমাটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। এর আগে শাহ বানোর পরিবার নির্মাতাদের কাছে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে দাবি করেছিল—তাদের অনুমতি ছাড়া শাহ বানোর ব্যক্তিজীবন পর্দায় তুলে ধরা মানহানিকর।

## বিয়ের পর ভিনধর্মের পরিবারে দারুণ মানিয়ে নিয়েছেন সোনাক্ষি সিনহা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বলিউডের ‘দাবাং’ নায়িকা সোনাক্ষি সিনহা বর্তমানে যতটা না কাজের জন্য আলোচনায় থাকেন, তার চেয়েও বেশি চর্চায় থাকেন ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। বিশেষ করে অভিনেতা জাহির ইকবালকে বিয়ের পর থেকেই তাকে ঘিরে বিতর্ক কমেনি। দীর্ঘদিন প্রেম করার পর ভিনধর্মের ছেলেকে বিয়ে করায় শত্রুঘ্ন-কন্যাকে পড়তে হয়েছিল প্রবল সমালোচনার মুখে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলেছিল ব্যাপক ট্রোলিংও। এমনকি শোনা যায়, সোনাক্ষি যখন মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তা সহজভাবে নিতে পারেননি তার বাবা শত্রুঘ্ন সিনহা ও দুই ভাই লভ এবং কুশ।

তবে সব বিতর্ককে পেছনে ফেলে এখন একদম নিজের মতো করে জীবন উপভোগ করছেন সোনাক্ষি। বিয়ের পরের জীবনে তিনি বেশ খুশি, আর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্কও নাকি খুব ভালো ও আন্তরিক।

একটি সাক্ষাৎকারে সোনাক্ষি জানান, তিনিই শ্বশুরবাড়িতে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জাহির চাইলেও আলাদা থাকার প্রস্তাব তিনি নাকচ করে দেন। সোনাক্ষির ভাষায়, জাহির বিয়ের আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি কি আলাদা থাকতে চাই? আমি বলেছিলাম, আমি ওদের সঙ্গেই থাকব। যদি যেতে হয়, তাহলে তুমি যাও।

সম্প্রতি হর্ষ লিম্বাচিয়ার ইউটিউব চ্যানেল ‘ভারতী টিভি’-তে এক আড্ডায় সোনাক্ষি বলেন, তিনি জাহিরের পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গেই থাকেন এবং তাদের সঙ্গে ছুটি কাটাতেও যান। অভিনেত্রীর ভাষায়, হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে ছুটিতে যাই। ওরা সবাই খুব মজার মানুষ, অনেক মজা করি আমরা। খুব ঘনিষ্ঠ একটা পরিবার।

নিজের গৃহজীবনের কথাও অকপটে স্বীকার করেন সোনাক্ষি। তিনি বলেন, আমি একদমই রান্না করতে পারি না। মা দারুণ রান্না করেন, তাই তার একমাত্র চিন্তা তার মেয়ে রান্না জানে না! আমার শাশুড়িও রান্না করেন না।

উনি মজা করে বলেন, ‘তুমি তো সবে বাড়িতে এসেছো!’ আসলে আমি খেতে খুব ভালোবাসি, কিন্তু রান্না করতে ভালো লাগে না।

# বুমরাহর তোপে নাকাল দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে গেল অল্পতে

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ঘাসের ছোঁয়া থাকা পিচে ইনিংসের শুরুতে, মাঝে ও শেষে আঘাত হানলেন জসপ্রিত বুমরাহ। ভারতের বোলিং আক্রমণের সেরা অস্ত্রকে যোগ্য সঙ্গ দিলেন মোহাম্মদ সিরাজ ও কুলদীপ যাদব। তাদেরকে জবাব দেওয়ার কোনো উপায় খুঁজে না পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে গেল অল্পতে।

শুক্রবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে দুই ম্যাচে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিনে দাপট দেখিয়েছে ভারত। তাদের বিপক্ষে টস জিতে আগে ব্যাট করে প্রোটিয়ারা টিকতে পেরেছে মাত্র ৫৫ ওভার। আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাধারীরা প্রথম ইনিংসে অলআউট হয়ে গেছে ১৫৯ রানে। তাদের ছয় ব্যাটার দুই অঙ্কে গেলেও ত্রিশের ঘর পর্যন্ত যেতে পারেন কেবল একজন।

আলোকস্বল্পতায় দিনের খেলা শেষ হয়েছে আগেভাগে। স্বাগতিকরা ২০ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে তুলতে পেরেছে ৩৭ রান। ১২২ রানে পিছিয়ে আছে তারা।

ডানহাতি পেসার বুমরাহ ২৭ রান খরচায় নেন ৫ উইকেট। ৫১ টেস্টের ক্যারিয়ারে এই নিয়ে ১৬তম বার ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার স্বাদ পেলেন তিনি। ক্রিকেটের সবচেয়ে কুলীন সংস্করণে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চবার ৫ উইকেট নেওয়ার তালিকায় তার অবস্থান এখন যৌথভাবে পঞ্চম স্থানে। ভগত চন্দ্রশেখর ১৬ বার ৫ উইকেট পান ৫৮ টেস্ট খেলে।

তালিকাটির শীর্ষে আছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ১০৬ টেস্টে ৩৭ বার ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি রয়েছে তার। দ্বিতীয় স্থানে আছেন অনিল কুম্বলে (১৩২ টেস্টে ৩৫ বার), তৃতীয় স্থানে হরভজন সিং (১০৩ টেস্টে ২৫ বার) ও চতুর্থ স্থানে কপিল দেব (১৩১ টেস্টে ২৩ বার)।

দুটি করে উইকেট দখল করেন আরেক ডানহাতি পেসার সিরাজ ও বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার কুলদীপ। বাকি উইকেটটি যায় বাঁহাতি স্পিনার অক্ষর প্যাটেলের ঝুলিতে।

ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো মনে হওয়া উইকেটে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার শুরুটা হয় দুর্দান্ত। চালিয়ে খেলে ৯.২ ওভারে স্কোরবোর্ডে পঞ্চাশ রান তুলে ফেলে তারা। তবে বুমরাহর ছোবলে পরের ওভার থেকে শুরু হয় ছন্দপতন। ৫৭ রানের উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর ১০২ রানে বাকি ১০ উইকেট হারায় সফরকারীরা। এর মধ্যে শেষ ৫ উইকেট পড়ে স্রেফ ১৩ রানে।

একাদশ ওভারে বুমরাহ বোল্ড করেন ওপেনার রায়ান রিকেলটনকে (২২ বলে ২৩ রান)। নিজের পরের ওভারে আরেক ওপেনার এইডেন মার্করামকে (৪৮ বলে ৩১ রান) উইকেটরক্ষক রিশভ পান্তের ক্যাচ বানান তিনি। অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাকে টিকতে দেননি কুলদীপ।

এরপর প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন ভিয়ান মুল্ডার ও টনি ডি জর্জি। তবে কেউই ইনিংস লম্বা করতে পারেননি। মুল্ডারকে (৫১ বলে ২৪ রান) এলবিডব্লিউ করে তাদের ৪৩ রানের জুটিতে ফাটল ধরান কুলদীপ। ডি জর্জি (৫৫ বলে ২৪ রান) একই কায়দায় শিকার হন বুমরাহর। তারপর ট্রিস্টান স্টাবস (৭৪ বলে অপরাজিত ১৫ রান) কেবল সতীর্থদের আসা-যাওয়া দেখতে থাকেন।

কাইল ভেরেইনা ও মার্কো ইয়ানসেনকে একই ওভারে বিদায় করেন সিরাজ। করবিন বশকে সাজঘরে পাঠান অক্ষর। আর সাইমন হার্মারকে বোল্ড করার দুই বল পর কেশভ মহারাজকে এলবিডব্লিউ করে ৫ উইকেট পূর্ণ করেন বুমরাহ।

জবাব দিতে নেমে সপ্তম ওভারে ধাক্কা খায় ভারত। যশস্বী জয়সওয়ালকে (২৭ বলে ১২ রান) বোল্ড করেন ইয়ানসেন। বাকি সময় আর কোনো বিপদ ঘটতে দেননি লোকেশ রাহুল (৫৯ বলে অপরাজিত ১৩ রান) ও নাইটওয়াচম্যান ওয়াশিংটন সুন্দর (৩৮ বলে অপরাজিত ৬ রান)।

পাঁজরে চোট পাওয়ায় এই টেস্টে প্রোটিয়ারা পাচ্ছে না বোলিং বিভাগের মূল ভরসা কাগিসো রাবাদাকে। তাকে ছাড়া নেমে এদিন অবশ্য খারাপ করেননি দলটির পেসাররা। ইয়ানসেন, মুল্ডার ও বশ বেশ ভোগান ভারতের ব্যাটারদের।

## শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে রউফকে শাস্তি দিলো আইসিসি

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচে আচরণবিধি ভাঙায় শাস্তি পেলেন পাকিস্তানের পেসার হারিস রউফ। আইসিসির দেওয়া দুটি সাসপেনশন পয়েন্টের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি।

এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে ও ফাইনালে আচরণবিধির ২.২১ ধারা ভঙ্গ করেন রউফ। ফলে ম্যাচ ফির ৩০ শতাংশ করে জরিমানা করা হয় তাকে। সেই সঙ্গে দুটি ম্যাচেই তার নামের পাশে দুটি করে ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত হয়। ফলে ২৪ মাসের মধ্যে রউফের ডিমেরিট পয়েন্ট হয়ে যায় চারটি।

আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, দুই বছরের মধ্যে কোনো ক্রিকেটার চারটি ডিমেরিট পয়েন্ট পেলে তাকে শাস্তি হিসেবে দুটি সাসপেনশন পয়েন্ট দেওয়া হয়। অর্থাৎ, একটি টেস্ট কিংবা দুটি ওয়ানডে বা দুটি টি-টোয়েন্টিতে তাকে নিষিদ্ধ করা হয়। তিন সংস্করণের মধ্যে দলের যে খেলা আগে, সেখানে শাস্তি পাওয়া ক্রিকেটার খেলতে পারেন না।

মঙ্গলবার রউফের শাস্তি পাওয়ার কথা জানায় আইসিসি। এ দিনই ফায়সালাবাদে শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। প্রথম ম্যাচে খেলছেন না রউফ। নিষেধাজ্ঞা থাকায় দ্বিতীয় ম্যাচেও খেলতে পারবেন না তিনি।

গত ২৮ সেপ্টেম্বরের ফাইনালের পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারিয়ে শিরোপা জেতে ভারত। টুর্নামেন্ট শেষের এক মাসের বেশি সময় পর তাকে শাস্তি দিল আইসিসি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR